বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-৬)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

২০১১ সাল। আমেরিকা ইরাক ত্যাগের পর, দাউলাতুল ইরাকে স্বস্তি নেমে আসে। ফালুজা, আনবার, মসুল, দিয়ালা, সালাহুদ্দীন,নিনোভা ইত্যাদী সুন্নী শহরগুলো নিয়ে গঠিত হয়ে ছিলো দাউলাতুল ইরাক।

.

আমেরিকা ইরাক আক্রমণের পর, বৃহত্তম ইরাক ভেঙ্গে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির প্রস্তাব করা হয়। কুর্দী রাষ্ট্র, সুন্নী রাষ্ট্র, শিয়া রাষ্ট্র। ইরাকের মালিকী সরকার বরাবর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আসছিলেন। সেই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে সুন্নী শহরগুলো নিয়ে দাউলাতুল ইরাক গঠন করা হয়।

.

আমেরিকা এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলো। তবে জিহাদীদের দিয়ে নয় বরং গণতান্ত্রীক উপায়ে একটি আলাদা সুন্নী রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ছিলো।

.

২০১৪ সালে জুলাই-র প্রথম সপ্তাগুলোতে যখন আইএস ইরাকের শহরগুলো একে একে দখল করছিলো। তখন জাতিসংগে সুন্নীদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র রাখা-না রাখার বিষয়ে ভোটাভুটি হচ্ছিলো। ইসরাইল স্বতন্ত্র সুন্নী রাষ্ট্রের পক্ষে ভোট দেয়। তুরস্কও পক্ষে ভোট দেয়। আমেরিকা ভোট না দিলেও, বানোরের মত বিচারকের ভূমিকায় ছিলো। একমাত্র ইরান বিপক্ষে ভোট দেয়।

-অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথা।

১: আমরা সকলে জানি যে খিলাফা ঘোষণার দুই সপ্তা পূর্বে আইএস ইরাকের একতৃতীয়াংশ দখল করে। এটাকে তারা মহা বিজয় বলে প্রচার করে। কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে, আইএস ১৪ সালে যেই শহরগুলো বিদ্যুৎ গতিতে দখল করলো, ৬ সালে সেই শহরগুলোর উপর ভিত্তি করেই তো দাউলাতুল ইরাক গঠন করা হয়ে ছিলো। তাহলে কেন পূর্বের দখলকরা শহরগুলোর উপর নতুন করে দখল দেখানো হলো? কেন বিশ্ব মুসলিমকে এত বড়ো ধোঁকা দেওয়া হলো? প্রশ্নের উত্তর আগামী পর্বগুলোতে থাকবে ইনশা আল্লাহ।

২: আমরা যারা আমেরিকার সন্ত্রাসী তালিকাকে সত্যের মাপকাঠি মনে করি। সন্ত্রাসী তালিকা থেকে বাদ পড়ার কারণে তালিবানকে মুর্তাদ মনে করি। তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে, বাগদাদীকে কখন সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করা হয়..?

-খিলাফা ঘোষণা করা হয় ১৪ সালের ২৯ জুলাই-এ। আর বাগদাদীকে সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করা হয় ১৪ সালের ৪ অক্টবরে। খিলাফা ঘোষণার প্রায় চার মাস পর বাগদাদীকে সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করা হয়।

-অপর দিকে যারা শাইখ জাওলানীকে মুর্তাদ বলে মুখে ফেনা তুলছেন, তারা কি জানেন যে জাওলানীকে সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করা হয় ১২ সালে। আর বাগদাদীকে করা হয় ১৪ সালে। অতএব অপরের দোষচর্চাকে মহত কর্ম মনে করার পূর্বে নিজের দোষগুলো দেখে নেওয়া বুদ্ধীমানের কাজ।

- পাঠকের সুবিধার্থে একটি কথা বলে রাখা দরকার। দাউলাতুল ইরাক ঘোষণা করা হয় ২০০৬ সালে। দাউলাতুল "ইরাক & শাম" ঘোষণা করা হয় ২০১১/১২ সালে। খিলাফা ঘোষণা করা হয় ২০১৪ সালের জুলাই-এ। এই তিনটি স্টেপ জানা না থাকলে পাঠকের কাছে কথাগুলো অগোছালো মনে হবে।

আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। যারা কায়দা ও আইএসের মধ্যে বিরোধের কারণ খুঁজছেন, এবং এটাকে "হাইলাইট" করে প্রচার করে থাকেন। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এখানে বিরোধটা কায়দা ও আইএসের নয়। বরং এটা আইএসের অভ্যান্তরীণ বিরোধ।

আইএস নিজেদের বিরোধ মিটানোর জন্য মোকদ্দমা নিয়ে শাইখ জাওয়াহিরীর দরবারে আসে। জাওয়াহিরী যখন উভয়ের মাঝে ফায়সালা করে দিলেন, তখন বাগদাদী ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করলো। ধৃষ্টতা দেখালো। কি সেই বিরোধ? কেন ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করা হলো? ইত্যাদী প্রশ্নের উত্তর আগামী পর্বগুলোতে থাকবে। ইনশা আল্লাহ।

.

আমরা দাউলাতুল ইরাক নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমেরিকার প্রস্থানের পর দাউলাতুল ইরাক নিজেকে আরও সংগঠিত করতে সক্ষম হয়। আগের মত যুদ্ধাবস্থা এখন আর নেই। বৃহত্তম ইরাক ভেঙ্গে তিনটি স্টেট গঠনের রাজনৈতিক সমর্থন যেহেতু আগে থেকেই ছিলো, তাই সকলে দাউলাতুল ইরাককে মৌন সমর্থন দিচ্ছিলো। ফলে দাউলাতুল ইরাকের পরিধি বিস্তৃত করা, বা শিয়াদের শহরগুলো দখল করে দাউলার অধিনে আনার মত গ্লোবাল পরিকল্পনা দাউলাতুল ইরাকের তখন ছিলো না। দাউলা নিজেকে গঠন করতেই ব্যস্ত। এককথায় তখন ইরাক জিহাদ থেমে যায়।

.

২০১১ সাল। সিরিয়ায় চারদিকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম যুবকরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো। শিয়া বাশার সরকার এক লাখ ত্রিশ হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা করে। সিরিয়ান মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানো গ্লোবাল মুজাহিদীনের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

.

দাউলাতুল ইরাক যখন কায়দার সাথে সুসম্পর্ক রাখতো,তখন কায়দা বিভিন্ন দেশ থেকে মুহাজিরীন সংগ্রহ করে ইরাকে পাঠাতো। একারণে ইরাকে বিদেশী মুজাহিদীনের সংখ্যা ইরাকী মুজাহিদীন থেকে বেশি ছিলো। বিশেষ করে সিরিয়ানদের সংখ্যা বেশি ছিলো। যদিও নেতৃত্বে একমাত্র ইরাকীরাই ছিলো।

.

দাউলাতুল ইরাকের বিদেশী মুজাহিদীনরা সিরিয়া জিহাদে যোগ দেওয়ার পথ খুঁজতে লাগলো। হুজ্জী বকর দেখলেন যে, এভাবে যদি মুহাজিরীনরা সিরিয়ার দিকে যেতে থাকে, তাহলে যেকোনো সময় দাউলাতুল ইরাকের "চেইন অব কমান্ড" ভেঙ্গে যেতে পারে। হুজ্জী বকর বাগদাদীকে নতুন ফরমান ঘোষণার নির্দেশ দেন। বাগদাদীর ঘোষণা পত্র সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ঘোষণা পত্রে, সিরিয়া যেতে কড়া ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যে সিরিয়া যাবে সে বিদ্রোহী হবে। কারণ হিসেবে বলা হয়, সিরিয়ানরা গণতন্ত্রের জন্য বিদ্রোহ করছে। গণতন্ত্র কুফুরী মতবাদ।

.

কিন্তু কড়াকড়িতে কোনো কাজ হলো না। দাউলাতুল ইরাকের সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখাদেয়। একসময় সৈন্যদের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। হুজ্জী বকর শুরা সদস্যদের সাথে পরামর্শে বসলেন। দাউলাতুল ইরাকের নেতৃত্বে মুহাজিরীন দ্বারা গঠিত একটি দল সিরিয়া পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হলো। যাতে দাউলাতুল ইরাকের ভাঙ্গন রোধ করা যায়। এবং সিরিয়াগামী দলটি নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে দাউলাতুল ইরাকে পাঠাতে পারে। এদিকে শাম বাসীর জন্য দাউলাতুল ইরাকের "মুখ" রক্ষার মতো কিছু করা জরুরী ছিলো।

.

সিরিয়ায় যেই দলটি পাঠানো হবে, কে হবেন সেই দলটির আমীর ..? অবশ্যই আমীরকে সিরিয়ান হতে হবে। এমন বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ কে আছেন..? অনেক পরীক্ষা, নিরীক্ষার পর শাইখ আবু মুহাম্মদ আল-জাওলানীকে আমীর নির্ধারণ করা হলো। "জাওলান" সিরিয়ার একটি শহরের নাম। তিনি শান্ত ও মিশুক প্রকৃতির। তিনি দাউলাতুল ইরাকের সাথে প্রথম থেকেই ছিলেন। আমেরিকার হাতে বন্দী হয়ে তিন বছর বা চার বছর জেল খাটেন। দাউলাতুল ইরাকের জন্য তার অনেক ত্যাগ রয়েছে।